তরাই

তরাই

শৈলেন রায়

বাক্‌-সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৬

প্রকাশক :
শ্রীস্বপনকুমার মুখোপাধ্যায়
বাক্-সাহিত্য প্রাইভেট্ লিমিটেড্
৩৩, কলেজ রো
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
শ্রীবঙ্কিমবিহারী রায়
অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৭।এ বলাই সিংহ লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদপট :
আর্ট এ্যাণ্ড পাবলিসিটি ডিপার্টমেণ্ট
স্টেট্স্‌ম্যান

পনেরো টাকা

স্বর্গত পিতৃদেব অতুলমোহন রায়

শ্রীচরণেষু

'কেন

॥ এক ॥

হাজরা রোডের এদিকটায় তখন এত ঘন বসতি ছিল না। এদিকটা বলতে নেপাল ভট্টাচার্য স্ট্রীট থেকে হাজরা রোড পর্যন্ত। দু-দশটা পানাপুকুর বা ছোট বড ফাঁকা মাঠ তখনও নজরে পডত। তারপর মানুষের ভীড বাডল। পুকুর মাঠ সব ভরে গেল। নতুন নতুন কোঠা বাডি। দেখতে দেখতে খোলা আকাশটা কোথায় হারিয়ে গেল।

আমাদের বাডিটা খুব বড়। উঁচু একটা পাঁচিল বাইরের পৃথিবী থেকে একে আলাদা কবে রেখেছে। সামনে সুন্দর বাগান আর একটা বড পুকুর। পুকুরের পাশ দিযে লাল সুরকীর পথ গেট পর্যন্ত চলে গেছে। পুকুরটা নাকি আগে আরও বড ছিল। আমার ঠাকুরমা সারদাসুন্দরী এর কিছুটা অংশ ভরাট করিযে বাগান তৈরী করিয়েছিলেন। বাডির পিছনদিকে বিশাল আমবাগান। দিনের বেলায়ও ছায়া ছায়া মতন থাকে। আমার খুব প্রিয় জায়গা। ভুবন মালী আর আমি দিনের অনেকটা সমযই এখানে কাটাতাম।

অনেকটা নিঃসঙ্গ ভাবেই আমার বাল্যজীবন কেটেছিল। মা, বাবা, ভুবন মালী, বুডি ঝি ক্ষিরির মা, জনাকয়েক চাকর-বাকর, বৃদ্ধ কোচওয়ান গফুর, সহিস রামলগণ, দুটো ঘোডা—কালাপাহাড আর রেশমী, বলতে গেলে এরাই আমার নিত্য সহচর। তারপর একদিন স্কুলে ভর্তি হলাম। জুডি গাডি করে যেতাম আসতাম। স্কুলের চারদেওয়ালের মাঝে কিছুটা সময় কাটিয়ে আবার পুরনো জগতে ফিরে আসা। বাইরের জগৎ বাইরেই থেকে গেল।

আমার ঠাকুরদা ব্রজেশ্বর চৌধুরী দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। বহরমপুরের ওদিকে বিশাল জমিদারী। লোকে বলত খুনে জমিদার। খুন জখম রাহাজানি লেগেই থাকত। স্ত্রী সারদাসুন্দরী একদিন শিশুপুত্রের হাত ধরে কলকাতার মাটিতে পা দিলেন। সঙ্গে ছিল বিশ্বস্ত এক কর্মচারী আর প্রচুর টাকাকড়ি। একমাত্র সন্তানকে তিনি কেন দেশছাডা করিয়েছিলেন তা আমি জানি না। হয়ত স্বামীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ তাঁকে পীডা দিত, বা সন্তানকে নিজের মত করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন। তাই।